ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদের হাট
দীপা, নন্দীর সংবর্ধনায় উন্মাদনা

আগরতলা, ৮ সেপ্টেম্বর :
প্রতি মুহূর্তে তুমুল উত্তেজনা। প্রায় হাজার খানেক পড়ুয়ার কলরব ও জিজ্ঞাসা-------কখন ঢুকবে দীপা ? কামালঘাটস্থিত ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মূল ফটক থেকে অ্যাকাডেমিক বিল্ডিং অব্দি রাস্তার দু’ধারে তখন বিভিন্ন বয়সের পড়ুয়ারা সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে। প্রায় সবার হাতে দামি মোবাইল। খুব কাছ থেকে দীপার ফটো তোলার শখ !

ঘড়িতে সময় তখন ঠিক ১১টা পঞ্চাশ। দীপা কর্মকার ও তার কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকলো গাড়ি। কাউকে বলতে হয়নি। শুরু হয়ে গেল স্বতস্ফুর্ত করতালি। পেরিয়ে যাওয়ার পর গাড়ির পেছেনে পড়ুয়াদের দলবদ্ধ ধেয়ে আসা। উদ্দেশ্য দীপার সাথে নিজস্বী বা গ্রুপ ফটো তোলা। ক্যাম্পাসে যতক্ষণ ছিলেন, অকাতরে সবার আব্দার মিটিয়েছেন দীপা। অবলীলায় মিশে গেছেন হাজারোর ভিড়ে। এজন্যেই হয়তো দীপা সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন।

সত্যি বলতে দীপা ও বিশ্বেশ্বর নন্দীর সংবর্ধনা ঘিরে আজ সকালে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার ক্যাম্পাসে চাঁদের হাট বসেছিল। দীপা কর্মকার, বিশ্বেশ্বর নন্দী, ভারতে আধুনিক আইনশিক্ষা ব্যবস্থার জনক অধ্যাপক নীলাকান্ত রামকৃষ্ণ মাধব মেনন, ব্যাঙালোরস্থিত ন্যাশনাল ল’ স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য্য অধ্যাপক আর ভেঙ্কট রাও এবং ভুবনেশ্বরস্থিত ন্যাশনাল ল’ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য্য অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ দেবা রাও।

বহিঃরাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট অতিথিদের সবাই দীপাকে ভারতীয় জিমনাষ্টিক্সের বিস্ময় বালিকা বলে অভিহিত করেন এবং টোকিও ওলিম্পিকে পদক জেতার শুভেচ্ছা জানান। অধ্যাপক মাধব মেনন বলেন, আগে ঠিক ছিল আইনশিক্ষা বিষয়ক তিনদিনের কর্মশালা গোয়ায় হবে। কিন্তু শুধুমাত্র দীপা কর্মকার ও বিশ্বেশ্বর নন্দীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই কর্মশালার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, তিনদিনের কর্মশালা আজ বিকালেই সম্পন্ন হয়েছে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সবটাই ছিল পেশাদারিত্বে মোড়া। স্বতস্ফূর্ত আদর ভালবাসা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণ রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য্য অধ্যাপক বিপ্লব হালদার। এরপর দীপা ও বিশ্বেশ্বর নন্দীকে পুস্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহার দিয়ে সন্মানিত করা হয়। দু’জনেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বিশ্বেশ্বর নন্দী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, অনেক লড়াই করে রিও যেতে হয়েছে। দেশে দুটো জিমনাষ্টিক্স ফেডারেশন। এসব উচিৎ নয়। সাই-এর সহায়তা না পেলে দীপার ওলিম্পিকে যাওয়া হতো না। মাত্র তিনমাসের অনুশীলনে দীপা খুব ভাল পারফরম্যান্স করেছে। টোকিও ওলিম্পিকে দীপা আরো ভাল ফল করবে বলে আশ্বাস দেন বিশ্বেশ্বর নন্দী। দু’ লাইনের ভাষণে দীপা জানায় ‘সংবর্ধনা পেয়ে সে খুউব খুশী। ইকফাই ইউনিভার্সিটি আরো ভালো চলুক, সবাইকে আনেক ধন্যবাদ’।